খসড়া অনুবাদ জুমআর খোতবা

তারিখঃ ৩০/০৫/২০১৪

অনুবাদকঃ রশিদ আহমদ

আল্লাহ তা'লার এক অনুগ্রহ আর এটি অনেক বড় অনুগ্রহ যিনি জামাতে আহমদীয়াকে এক সূত্রে গেথে রেখেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পর খেলাফতের নেযাম জারী রেখেছেন। জামাতে আহমদীয়ার ইতিহসের ১০৬ বছর একথার সাক্ষ্য বহন করে যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পর তার "আল ওসীয়্যাত" পুস্তকে তিনি যেভাবে বলেছিলেন জামাতের সদস্যগণ পূর্ণ আনুগত্যের সাথে নেযামে খেলাফতকে কবুল করেছে।যেই আহমদীয়া জামাত সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই জামাত যারা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মাকাম এবং মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত তারা এই কথা খুব ভালো ভাবেই জানে যে খেলাফতের সাথে জুড়ে থাকাই মৌলিক বিষয় বা সার কথা। এর মাঝেই জামাতের ঐক্য নিহিত এর মাঝেই জামাতের উন্নতি নিহিত এর দ্বারাই আহমদীয়াত এবং ইসলামের শত্রুদের আক্রমনের জবাব দেয়ার শক্তি আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। কেননা খোদা তা'লার সাহায্য সহযোগিতা আল্লাহ তা'লার ওয়াদা অনুযায়ী এখন ইসলামের এই নবজাগরণ খেলাফতের নেযামের সাথে জড়িত। কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে ঈমানের কেবলমাত্র মৌখিক ঘোষণা আল্লাহ তা'লার ফযল বা অনুগ্রহের ভাগীদার বানায় না। এবং দোয়ার প্রতি দৃষ্টি দেবে এবং খোদা তা'লার তৌহিদ দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এই লক্ষ্যের জন্যে ত্যাগ শিকারকারী হবে।

গত খোতবাতেও আমি উল্লেখ করেছিলাম যে সকল দুশ্চিন্তা এবং সকল বিপদ-আপদ বা কঠিন সময়ে আমাদেরকে খোদা তা'লার সামনে অবনত হওয়া উচিত। জাগতিক পন্থার অস্বিকারের ব্যাপারে আমাদের কোন লেনদেন বা সম্পর্ক নাই। খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আল্লাহ তা'লার কল্যানকে লাভকারী এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি প্রাপ্ত এবং নিরাপত্তা বা শান্তি লাভকারীদের জন্য যে ভাবে আমি পূর্বে বলেছি আল্লাহ তা'লা দোয়া এবং ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি আকষর্ণ করেছেন।

অতএব এটিই আমাদের মূল হাতিয়ার বা অস্ত্র যার ওপর আমরা পরিপূর্ণ এবং দৃঢ় আস্থা রাখতে পারি। দোয়ার অস্ত্র ছেড়ে আমরা ছোট এবং সাময়িক অস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি দিলে আমদের সফলতা লাভ হবে না। ছোট অস্ত্রের মাধ্যমে কেউ সফলতা লাভ করেনি আর লাভ করা সম্ভবও না। নবীদের ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই তারা দোয়ার মাধ্যমেই সফলতা লাভ করেছেন। বিশেষ ভাবে ইসলামের ইতিহাসের দিকে এবং আঁ-হযরত (সা.) এবং খেলাফতে রাশেদার যুগের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই দুনিয়ার শক্তিতে নয় আল্লাহ তা'লার ফযল বা অনুগ্রহের মাধ্যমে বিজয় অর্জিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'লার ওয়াদা মোতাবেক বিজয় অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখতে হবে এ সকল ওয়াদা থাকা সত্ত্বেও বিজয় লাভের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে, ইবাদতের মান বৃদ্ধি করতে হয়েছে।

আল্লাহ তা'লা এবিষয়ের প্রতি আমদের দৃষ্টি আকর্ষন করত বলেন, **ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার** অর্থাৎ অতএব তুমি তোমার প্রভূর ইবাদত কর এবং তার জন্য কুরবানী দাও। অতপর এই ইবাদত এবং কুরবনী আল্লাহ তা'লার কল্যাণের ভাগীদার বানাবে। এর মাঝে কোন সন্দেহ নাই মানুষের স্বভাব অনুযায়ী দীর্ঘ দিনের দুশ্চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট এবং পরীক্ষা মানুষকে অস্থির করে তুলে। আমি যেভাবে গত খোতবায় বলেছিলাম এমন পরিস্থিতিতে রসূল এবং মোমেন বান্দারাও আওয়াজ উচ্চকিত করেন 'মাতা নাসরুল্লাহে' অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে। অস্থির হয়ে তাদের হৃদয় থেকে এ আওয়াজ উচ্চারিত হয়। হতাশার কারণে নয় বরং আল্লাহ তা'লার রহম বা দয়াকে স্ফীত বা উত্থিত করতে তার ফযল বা অনুগ্রহ লাভ করার জন্য নিজ স্বত্তাকে পরিপূর্ণ ভাবে খোদা তা'লার ক্রোড়ে সমর্পন করে দোয়াকে চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে কুরবানীর মানকে প্রতিষ্ঠিত করে এই ধ্বনি উচু করেন তখন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এই আওয়াজ আসে **'আলা ইন্না নাসরাল্লাহে ক্বারীব'** অর্থাৎ শুনো নিশ্চয় আল্লাহ তা'লার সাহায্য সন্নিকটে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কেও আল্লাহ তা'লা একথা বলেছেন। সময়ে সময়ে তিনি আল্লাহ তা'লার সাহায্য নিকটবর্তী হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করেছেন। তাঁকে(আ.)ও একথা ইলহাম মারফত জানানো হয়েছে এবং বাহ্যত দেখেছেনও। তিনি (আ.) তো দেখেছেনই এমনকি আমরাও বিভিন্ন সময়ে এই দৃশ্য অবলোকন করেছি এবং করছি আর ইনশাল্লাহতালা আগামীতেও অবলোকন করতে থাকবো।

খোদা তা'লা বলেন

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون (○)

অর্থাৎ বলতো তিনি কে যিনি কোন অসহায়ের কথা শুনে থাকেন যখন সে তার নিকট দোয়া করে যখন সে সেই খোদার কাছে দোয়া করে আর তিনি তার কষ্ট দূর করে দেন এবং তিনি তোমরা যারা দোয়াকারী আছ তোমাদেরকে এক দিন সমস্ত পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানাবেন। সেই কাদের মুতলাক ব্যতীত আর কোন মাবুদ আছে? তোমরা একেবারেই উপদেশ গ্রহণ কর না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন, স্মরণ রাখবে খোদা তা'লা ভিষণ অ-মুখাপেক্ষি। যতক্ষন পর্যন্ত না অধিক হারে এবং বারবার উদ্বিগ্নচিত্তে দোয়া করা হয় তিনি পরওয়া করেন না। লক্ষ কর কারো স্ত্রী বা সন্তান অসুস্থ্য হলে বা কেউ শক্ত মামলা-মোকাদ্দমায় জড়িয়ে গেলে এসমস্ত কারণে সে কেমন উদ্বিগ্ন হয়। সুতরাং দোয়াতেও যতক্ষন পর্যন্ত প্রকৃত ব্যকুলতা এবং উদ্বিগ্ন অবস্থা সৃষ্টি হবে না ততক্ষন পর্যন্ত তা নিতান্তই প্রভাবহীন এবং বেহুদা বা নিস্ফল কাজ। কবুলিয়াতের জন্য ব্যকুলতা একটি শর্ত যেমন আল্লাহ তালা
বলেছেন,

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء

। সুতরাং আমাদের ইবাদত এবং দোয়াতে পূর্বের চেয়ে অধিক বেশী দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। ব্যকুলতা অস্থিরতা সৃষ্টি করা উচিত। আল্লাহ তা'লার দয়াকে স্ফীত বা উদ্দেলিত করা প্রয়োজন। এখন আমি কিছু দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যা পূর্বে জামাতে আহমদীয়ার জুবলি উপলক্ষেও হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস বলেছিলেন আর পরবর্তীতে আমি খেলাফত জুবলি উপলক্ষে বলেছিলাম। সেগুলো ভুলা উচিত নয় আবার কম করাও উচিত নয় সেগুলো সর্বদা পাঠ করা উচিত। নিজ জীবনের স্থায়ী অংশ বানিয়ে নেয়া উচিত। নিজের নামাযকে নিজের ইবাদতকেও উত্তম ভাবে বা যথার্থ ভাবে আদায় করা এবং সেগুলোর পূর্ণ হক বা অধিকার প্রদান করে আদায় করার চেষ্টা করা উচিত। তবেই আমরা দোয়ারও হক আদায় করতে পারব।

এম.টি.এ-তে এই দোয়া গুলো প্রচারিত হয়ে থাকে তবে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বলে দিচ্ছি। সেগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো সূরা ফাতিহা যা অনেক বেশী পাঠ করা উচিত। দরুদ শরীফ আছে যা আমরা নামাযে পড়ে থাকি, এটিও অনেক বেশী পাঠ করুন। তারপর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে যেই ইলহামী দোয়া শিখানো হয়েছিল, **সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদি ওঁয়া আলে মুহাম্মাদ'** এই দোয়াও অনেক বেশী পাঠ করুন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, দুটি বাক্য জিহ্বায় উচ্চারণ করা খুবই হালকা বা সহজ কিন্তু ওজনের দিক থেকে পাল্লা পাথরে অনেক বেশী ওজনদার এবং তা দয়ালু খোদার নিকটও অধিক প্রিয় আর সেই বাক্যটি হলো 'সুবহানাল্লেহে ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম'। তিনি (সা.) বলেছেন দয়ালু খোদার নিকট অনেক প্রিয়। সুতরাং খোদা তা'লার দয়াকে আন্দোলিত বা উথলানোর জন্য এই দোয়াও অনেক জরুরী।

তারপর এই দোয়াও ছিল যা এখনো পাঠ করা উচিত, **'রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'আদা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমাদেরকে হেদায়াত দানের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয় না। আমাদেরকে তোমার নিকট হতে রহমত দান কর নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।

হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর স্বপ্ন দেখেন আর তিনি (আ.) বড় জোরের সাথে বলেন এই দোয়া অর্থাৎ'রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা'... অনেক বেশী পাঠ কর। তিনি (হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম) হযরত খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)কে এই স্বপ্নের কথা শুনালে হযরত খলিফা আওয়াল (রা.) বলেন আমি এখন থেকে এই দোয়া পাঠ করা কখনো ছাড়ব না অধিক হারে পড়ব। এটাও বলেন যে এতে (অর্থাৎ এই দোয়াতে) ইমানের মজবুতির জন্য যেমন আকুতি মিনতি আছে তেমনি এই দোয়া খেলাফতের সাথে জুরে বা সম্পৃক্ত থাকার জন্যও অনেক বড় দোয়া।

আরো একটি দোয়া ছিল যার ওপর অনেক বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত। তা হলো **'রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ান সুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন'** অর্থাৎ হে আমাদের প্রভূ ! আমাদেরকে ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ় কর এবং কাফির জাতির বিপক্ষে আমাদের সাহায্য কর।

তারপর **'আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম'** এই দোয়াটিও রয়েছে।

এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে রসূল করীম (সা.) কোন জাতির পক্ষথেকে আক্রমনের আশঙ্কা করলে তিনি এই দোয়া পড়তেন **'আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম'** অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমরা তোমাকে তাদের অন্তরে ঢাল স্বরূপ রাখছি এবং তাদের মন্দ পরিকল্পনা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তারপর ইস্তেগফার আছে।

'আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লে যাম্বিওঁয়া আতুবু ইলাইহে' এই দোয়া।

তারপর অনুরূপ ভাবে আমি কিছু কাল পূর্বে এক স্বপ্নের ভিত্তিতে বলেছিলাম 'রাব্বী কুল্লু শাইইন খাদেমুকা রাব্বী ফাহফাযনী ওয়ান সুরনী ওয়ার হামনী' এই দোয়াও অধিক হারে পাঠ করুন।

তারপর আমি গত শুক্রবার যেটি বলেছিলাম এই দোয়াও অন্তরভূক্ত করুন **'রাব্বানাগফিরলানা যুনুবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ান সুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন'** অর্থ হে আমাদের প্রভূ! আমাদের ভুল ত্রুটি এবং কর্মের বাড়াবাড়ি ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ় কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।

এছাড়াও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এক ইলহামী দোয়া রয়েছে তা পাঠ করা খুবই জরুরী। শত্রুরা চরম সীমায় পৌঁছেছে। তাই আমাদেরও দোয়া করা উচিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আমার জামাতের জন্য এবং কাদীয়ানের জন্য দোয়া করছিলাম তখন এই ইলহাম হয় 'যিন্দেগী কে ফেশান সে দূর যা পাড়ে হ্যাঁ' (জীবনের ফ্যাশন থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে)। তারপর 'ফাসাহ্‌হেকহুম তাসহিকা' অর্থাৎ চুর্ণ বিচুর্ণ কর, তাদের কে ভিষণ ভাবে চুর্ণ বিচুর্ণ কর। তিনি (আ.) আরো বলেন, আমার অন্তরে উদয় হয় এই চুর্ণ বিচুর্ণ করাকে আমার প্রতি কেন আরোপ করা হয়েছে। এরই মাঝে আমার দৃষ্টি এই দোয়ার ওপর পড়ে যা এক ধরে বায়তুদ দোয়ার ওপর লিখিত ছিল। দোয়াটি হলো, **'ইয়া রাব্বী ফাসমা দোয়াই ওয়া মায্‌যেক আদায়াকা ওয়া আদায়ী ওয়া আনজিয ওয়াদাকা ওয়ান সুর আবদাকা আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহ্‌হের লানা আসামাকা ওয়া লা তাযির মিনাল কাফিরীনা শারিরা'** অর্থাৎ হে আমার প্রভূ ! তুমি আমার দোয়া শ্রবণ কর আর তোমার ও আমার শত্রুদের চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও আর তোমার অঙ্গিকার পূর্ণ কর আর আপন দাসের সাহয্য কর আমাদেরকে তোমার দিবস প্রদর্শন করাও আর আমাদের জন্য তোমার তরবারি উত্থিত কর এবং অস্বিকারী গণের মাঝ থেকে কোন দুস্কৃতি পরায়ণকে ছেড়ে দিও না। সুতরাং এই দোয়া সমূহের প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া আবশ্যক।

এরপর আমি এখন আমার খুবই প্রিয় নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত মানব সেবী, আরো এমন বহু গুণের অধিকারী যার নাম ডাক্তার মেহদী আলী কামার পিতা চৌধরী ফারযান্দ আলী সাহেব-এর যিকরে খায়ের করব যাকে ২৬ মে রাবওয়াহ তে শহীদ করা হয়েছে। ঘটনা এমন ভাবে ঘটেছিল, ভোর প্রায় ৫টার সময় বেহেশতী মাকবেরায় যাওয়ার পথে যখন তিনি দারুল ফযলের নিকটে আসেন তখন দুইজন অজ্ঞাত মোটরসাইকেল আরোহী তাকে গুলি করে শহীদ করে।

ডাক্তার সাহেব শহীদের পরিবার-পরিজন গোখোয়াল জেলা ফায়সালাবাদের অধিবাসী। তার বংশে আহমদীয়াতের বীজ তার পিতা মোকাররম চৌধরী ফরযান্দ আলী সাহেবের মাধ্যমে বোপিত হয়েছিল। তিনি (অর্থাৎ শহীদের পিতা) যৌবনের প্রারম্ভে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতে প্রবেশ করেন। চৌধরী সাহেবের বয়াত গ্রহণের পর তার জ্যাঠা এবং তার ভাই মোকাররম চৌধরী আল্লাহ দাত্তা সাহেব বয়াত গ্রহণ করেন। তারপর এই পরিবার রাবওয়াতে শিফ্‌ট হয়। ডাক্তার শহীদের নানা মোকাররম মাস্টার যিয়া উদ্দীন সাহেব ১৯৭৪ সালের শহীদদের মধ্যে সর্বপ্রথম শহীদ ছিলেন যিনি সারগোধা স্টেশনে গুলিতে শহীদ হন। মাস্টার যিয়া উদ্দীন সাহেব তখন মহল্লা দারুল বারকাতের প্রেসিডেন্ট এবং তালিমুল ইসলাম স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

ডাক্তার সাহেব শহীদ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সালে রাবওয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। ডাক্তার সাহেবের জন্মের দিন হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব কামরুল আম্বিয়া ইন্তেকাল করেন। এই যোগসূত্রে ডাক্তার সাহেবের পিতা তার নামের সাথে 'কামার' সংযুক্ত করেন। আর ডাক্তার সাহেবের নানা যিনি শহীদ হন তিনি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর নামের অংশ 'বশিরুদ্দীন' নামের সাথে সংযুক্ত করেন। পরিশেষে তার পুরো নাম মেহদী আলী বশিরুদ্দীন কামার হয়। আর এই নামই সব জায়গায় লিখা হত। ডাক্তার সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা রাবওয়ার তালীমুল ইসলাম স্কুল এবং কলেজ থেকে অর্জন করেন। খুবই মেধাবী এবং বিচক্ষন ছাত্রদের মধ্যে তাকে গণনা করা হত। তারপর পাঞ্জাব মেডিকেল কলেজ ফয়সালাবাদে মেডিকেল শিক্ষা শুরু করেন। সেখানে অধ্যায়নরত অবস্থায় আহমদীয়াতের কারণে ছাত্ররা তার অনেক বিরোধীতা করে। বই পুস্তক এবং অন্যান্য জিনিসপত্র জালিয়ে দেয় যার কারণে তিনি কিছুকাল রাবওয়াতে ফিরে আসেন। অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে তিনি পুনরায় যেয়ে অধ্যায়ন শুরু করেন। এম.বি.বি.এস পাশ করেন। তারপর ১৯৮৯ সাল থেকে ৯১ সাল পর্যন্ত দুই বছর ফযলে ওমর হাস্পাতালে সেবা প্রদান করেন। এরপর তিনি তার মাতার সাথে কানাডায় পাড়ি জমান। কানাডায় মেডিকেল পাশ করার পর সেখানে হাউস জব করেন। তারপর ব্রুকল্যান্ড ইউনিভার্সিটি নিউইয়ার্ক চলে যান। সেখানে কার্ডিওলোজির ওপর স্পেশালাইযেশন করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি আমেরিকার কলোম্বাস, ওহিওতে কর্মজীবন শুরু করেন। সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট স্থাপিত হলে আমি ডাক্তারদের তাহরীক করলে তিনিও তাহরীকে সাড়া দিয়ে ওয়াকফে আরজীতে এখানে আসতেন। এর পূর্বেও দুইবার এসেছিলেন। এই দফা তার তৃতীয়বার আগমন ছিল। জামাতী কর্মকান্ডে তিনি বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করার তৌফিক লাভ করেছেন। বড়ই নম্র স্বভাব, ঠান্ডা মেজায এবং কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। সবার সাথে সহানুভূতি এবং সহমর্মিতার সাথে সাক্ষাত করতেন। কখনো কারো সাথে ঝগড়া বিবাদে জড়ান নাই। ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী বলেন, তিনি

আমার সাথেও অত্যান্ত নম্র আচরণ করতেন। প্রতিটি বিষয়ে উদারতা দেখাতেন। ভুল ত্রুটি গুলোকে উপেক্ষা করতেন। কখনো কোন কষ্ট দিতেন না। বাচ্চাদের প্রতি অনেক স্নেহপরায়ণ এবং দয়ালু প্রকৃতির বাবা ছিলেন। বাচ্চাদের উন্নত তালিম-তরবিয়তের দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখতেন। অত্যন্ত বিনয়ী প্রকৃতির ছিলেন। তিনি বলছেন, যখনই আমার কোন কথার কারণে খুব রাগ হতো তখন তিনি চিরাচরিতভাবেই বলতেন, রাগ করো না। তাঁর স্বভাবের মাঝে নম্রতা এবং ভদ্রতা অনেক বেশি ছিল। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজনদের দিকেও অনেক খেয়াল রাখতেন। তার শাশুড়ি বলেন, আমি আমেরিকায় গিয়ে পাঁচ বছর তার কাছে অবস্থান করেছি, তিনি কখনো উচ্চকণ্ঠে আমার সাথে কথা বলেননি। আর সর্বদা নিজ মায়ের ন্যায় আমাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা করতেন। অতিথিপরানয়তা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। জামাতী অনুষ্ঠানগুলোতে তিনি তাঁর বাড়িতে মেহমানদের থাকার ব্যবস্থা করতেন। বিমানবন্দর থেকে মেহমান আনা-নেওয়ার কাজ করতেন। গরীব এবং অভাবগ্রস্তদের অধিক পরিমাণে সাহায্য করতেন। শহীদ নিজ ডাক্তারী বিভাগ ছাড়াও সাহিত্যের প্রতি তাঁর বেশ অনুরাগ ছিল। তিনি একজন ভাল কবিও ছিলেন। তার কবিতা সমষ্টি 'বুরগ খেয়াল' (চিন্তার পত্র) নামে প্রকাশের পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও তিনি অনেক ভাল ক্যালগ্রাফি করতে পারতেন। খেলাফতের সাথে অত্যন্ত গভীর ভালবাসা এবং নিষ্ঠার সর্ম্পক ছিল। প্রতিটি তাহরীকের সাথে সাথেই তিনি লাব্বায়েক বলতেন। তিনি অনেক বেশি চাঁদা দিতেন। তিনি (আমেরিকার) কলম্বাসের মসজিদ নির্মাণেও এক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অনুদান প্রদান করেছেন। এ (মসজিদের) সৌন্দর্যবর্ধন এবং আসবাবপত্রের কাজেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। এমনিভাবে নিজ পৈত্রিক মহল্লা দারুর রহমত, পশ্চিম রাবওয়ার মসজিদ নির্মাণের জন্যও তিনি অনেক বড় পরিমাণ অনুদান প্রদান করেছেন। তাহের হার্ট ইনষ্টিটিউটের জন্য অনুদান আদায়ের ক্ষেত্রেও তিনি সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। তিনি একজন তবলীগ পাগল লোক ছিলেন আর আল্লাহ্‌র তা'লার ফযলে তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। ইউটিউবে গয়ের আহমদী এবং আপত্তিকারীদের আপত্তির যথাযথ উত্তর প্রদানের জন্য তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর অধীনে তাঁর স্ত্রী মোহতরমা ওজিয়াহ মেহেদী এবং তিন পুত্র স্নেহের আব্দুল্লাহ্ আলী পনের বছর বয়স, হাশেম আলী সাত বছর বয়স এবং আসর আলী বয়স তিন বছর রয়েছে। যখন তাকে গুলি করা হয়েছিল তখন তার সাথে তাঁর এই ছোট পুত্র ছিল।

তাঁর কবিতার কথা বলেছিলাম। উদাহরণ স্বরূপ আমি তাঁর ২৮ মার্চ ২০১৪ তারিখ সর্বশেষ যে কবিতা বলেছিলেন তার দুই-তিনটি পংক্তি উল্লেখ করছি-

মোউত কে রুবারু কারেঙ্গে হাম যিন্দিগী কে হাসুল কি বাতেঁ
নাহ মিটা পায়েগা ইয়াযিদ কোই হাক হ্যাঁ ইবনে বাতুল কি বাতেঁ
সাব ফানা হোগা পার রাহেগী তামাম
বাকী আল্লাহ রাসূল কি বাতেঁ

অর্থঃ

"মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা জীবন লাভের কথা বলবো,
ইয়াযিদ ফাতেমার পুত্রের কোন সত্যকেই ধ্বংস করতে পারবে না।
সব কিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে
অমর-অক্ষয় থাকবে আল্লাহ্ এবং রসুলের বাণী"

তাঁর আরেকটি পুরাতন পংক্তি হচ্ছে এরূপ:

"আল্লাহ তেরে রাহ মে ইয়েহী আরযু হে আপনি
এ্যা কাশ কাম আয়ে খুন জিগার হামারা"

অর্থঃ : **" আল্লাহ্ তোমার পথে কেবল এই আমার মিনতি**
হায়! যদি আমার কলিজার রক্ত কোন কাজে লাগতো।"

তাঁর একটি নযম যা 'নূর-এ-ইস্তেখলাফ' নামে রয়েছে সেখানে তিনি লিখেন-

"রাহমাতে হাকনে পিলায়া হে ইয়ুঁ জামে যীন্দিগয়ী
কেহ বান্দাহা আপনা খিলাফাত সে নেযাম যিন্দিগী
রিশ্‌ক হে শামস ও কামার কো নুরে ইস্তেখলাফ পার
ইবলিস কে চেল্লোঁ পেহ হে তারিক শাসেম যিন্দিগী"

অর্থঃ

" খোদার কৃপা আমাদের এমন জীবন সুধা পান করিয়েছে,
স্বীয় খেলাফতের ব্যবস্থাপনার সাথে আমাদের জীবনকে জড়িয়েছে।
খেলাফত ব্যবস্থা দেখে চন্দ্র ও সূর্যে

ইবলিসের সাঙ্গপাঙ্গদের জীবনে অমানিশার অন্ধকার হয়।”

হাদী আলী সাহেব যিনি আমাদের মোবাল্লেগ সিলসিলাহ্‌ তিনি অনেক বছর পর্যন্ত এখানে ছিলেন ডাক্তার সাহেব তাঁর ছোট ভাই ছিলেন। যেরূপে হাদী আলী সাহেব ক্যালিগ্রাফি করে থাকেন তিনি বলছেন এরূপ ডাক্তার সাহেবও ক্যালিগ্রাফির কাজ করতেন। হাদী আলী সাহেব বলেন, আমাদের ভাই অনেক অসাধারণ মানুষ ছিলেন। তাঁর চলে যাওয়া যদিও সমগ্র বংশের জন্যও অনেক বড় কষ্টের বিষয় কিন্তু কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ তা'লার ফযলে আমাদের বংশ আল্লাহ্‌ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরেই সন্তুষ্ট, ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ। শহীদ মেহেদী আলী সাহেবের ই-মেলের উপরে এরূপ বাক্য লেখা থাকতো- **“ কুলু লিন্নাসি হুসনান”** (তোমরা মানুষের সাথে সর্বোত্তম ভাষায় কথা বলো। : অনুবাদক)। তাঁর বোন লিখেন, শৈশব থেকেই তিনি অনেক আদরের, চিন্তাশীল এবং বুযুর্গ স্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন। অপচয় থেকে সর্বদা বেঁচে চলতেন। খুবই আগ্রহ এবং নিয়মিত ভাবে নামায আদায় করতেন। শৈশব থেকেই অঙ্গ-সংগঠনের দক্ষ কর্মী ছিলেন। যখন তিনি তিফল ছিলেন ভোর বেলা ফজরের নামাযের পূর্বে তিনি ‘সাল্লে আলা’ করতেন মানুষকে জাগানোর জন্য। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনার খুব শখ ছিল এবং বাল্যকালেই তিনি জামাতী পুস্তকাদির অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন।

খেলাফতের সাথে প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল। ২০১২-তে যখন আমি আমেরিকা, কলম্বাস-এ সফরে করতে যাই তখন সারা রাত জেগে তিনি মসজিদের সৌন্দর্য এবং লিখনের কাজ করতে থাকেন। অনেক বেইয লাগিয়েছেন। আর তখন তার ভাই হাদী সাহেবও তার সাথে ছিলেন। সারা রাত মসজিদে কাজ করার পর সকালে হাসপাতালে নিজের ডিউটিও সম্পূর্ণ পালন করেন। এছাড়াও মসজিদের সাজ সজ্জাতে যা যা খরচ হয়েছে তাও সর্বদা নিজের খরচে করেছেন। মসজিদে যখন কাজ করতে থাকতেন তখন কেউ এটা বুঝতে পারত না যে, তিনি এত বড় একজন ডাক্তার। অত্যন্ত সাধারনভাবে নিজের কাজ করতে থাকতেন। মালী কুরবানীতে প্রথম সারিতে থাকতেন।

ডাক্তার সুলতান মুবাশ্বের সাহেব সাহেব লিখেন, তিনি গরীবদের প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন।গত বছর যখন এসেছিলেন তখন ব্যাংক একাউন্ট খুলে আমাকে বলেন, এখানে আমি টাকা জমা করে দিয়েছি। অভাবী মানুষদের সাহায্য করবে এখান থেকে। একদিন তার ফোন আসে, তিনি বলেন উমুক ব্যক্তি জামাতের কর্মকর্তা । এখন আর কর্মকর্তা নেই। তিনি বাড়ি বানাচ্ছেন তার টাকার প্রয়োজন। তাকে এক লাখ রূপি দিয়ে দাও। একইভাবে তিনি বলেন যদি কোন ছাত্র মেডিকেল কলেজে পড়তে চায় তবে তার সমস্ত খরচ আমি বহন করব।
তার আক বন্ধুর নাম হাফেজ আব্দুল কুদ্দুস। তিনি বলেন, ডাক্তার সাহেব ফযলে ওমর হাসপাতালে ছিলেন। একদিন তিনি (ডাক্তার সাহেব) তার (হাফেয আব্দুল কুদ্দুস) বাড়িতে দুপুরের সময় একজন বে-ওয়ারিশ রোগীকে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, ইনি একজন বে-ওয়ারীশ রোগী। তাকে আমি নিজে এক ব্যাগ রক্ত দিয়েছি কিন্তু আরো রক্তের প্রয়োজন। আমি চাচ্ছি আপনি সেটি দিন।

তাহের হার্ট ইনস্টিটিউট এর জন্য সব সময় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে পাঠাতেন যেমন- স্ট্যান্ড প্রভৃতি। তিনি বলতেন , আমি হাসপাতালের সেবা করতে পেরে গর্ব অনুভব করি। তিনি এটিও আকাঙ্খা পোষন করতেন, রাবওয়াতে বাড়ী বানাবো যাতে করে জামাতের আবাসনের ওপর বোঝা হয়ে না যাই। বাচ্চাদের তরবিয়তের ব্যপারে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। আমেরিকাতে থাকা সত্ত্বেও বাচ্চাদের উত্তম তরবিয়ত হচ্ছিল কারণ এ ব্যপারে তিনি নিজে দেখভাল করতেন।

তার একজন বন্ধু বলেন, তিনি আমার অতি প্রিয় ভাইয়ের মত ছিলেন। এ বছর শনিবার রাতে রাবওয়াতে পৌঁছেই দ্রুত আমাকে আসতে বললেন। তখন রাত দশটা বাজছিল আমি বললাম তুমি এখন বিশ্রাম নাও। তিনি বললেন, না তুমি এখনই চলে এস। ভাগ্য ভাল সাক্ষাৎ হয়েছিল। অতি ভালবাসার সাথে একটি নতুন স্টেথেসকোপ উপহার দিলেন যা তিনি বিশেষ উপহার স্বরূপ নিয়ে এসেছিলেন। এরপর নামায, ক্বিবলা প্রভৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। রাত সোয়া এগারটা পর্যন্ত কথাবার্তা চলতে থাকে। সোয়া এগারটার সময় আমি খোদা হাফেয বলে বিদায় নিলাম। কয়েক ঘন্টা পর ভোরে যখন বেহেশতী মাকবেরাতে গেলেন সেখানেই শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। DAWN পত্রিকার ওয়েব সাইটে ডাক্তার সাহেবের শাহাদাতের উল্লেখ করে আহমদীয়া জামাতের মুখালেফাতের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করার পর বলা হয়, ডাক্তার মেহদী আলী কমর সাহেব কোন সাধারণ ডাক্তার ছিলেন না। তিনি আমেরিকার ‘কলেজ অব কার্ডিওলজি’ থেকে ‘ইয়াং ইনভেস্টিগেটর’ এর পুরুস্কার লাভ করেন। এছাড়াও ২০০৩এবং ২০০৪ সালে আমেরিকার সবচেয়ে ভাল ফিজিশিয়ানদের মধ্যে পরিগণিত হন। এছাড়া ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭ পর পর তিন বছর এবং ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ পর পর চার বছর আমেরিকার সবচেয়ে উত্তম কার্ডিওলজিষ্টদের মধ্যে পরিগণিত হন। এছাড়া তিনি আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে ফিজিশিয়ান রিকগনেশনেরও

পুরুস্কার পেয়েছিলেন। এরপর লেখক আরো লিখেন, আমি ইন্টারনেটে মেহেদী সাহেবের প্রোফাইলে একটি হাস্যজ্জোল ছবি দেখেছিলাম যার পাশে তিনি এ কথা গুলি লিখেছিলেন, আমি সর্বোত্তম পেশাগতমানকে বজায় রেখে রোগীর উত্তম দেখাশোনাতে বিশ্বাসী যাতে করে প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে সাহায্যকারী প্রমাণিত হতে পারি, যার সাথে আমি সম্পর্ক রাখি। আমি এটিকে প্রাধান্য দেই যে পেশাদারিত্বকে সৎ যোগ্যতা বিশ্বসস্ততার সাথে পালন করতে হবে। আর নিশ্চিত ভাবে তিনি এটিকে সেভাবেই পালন করেছেন। পরিশেষে লেখক লেখেন, ডাক্তার মেহেদী আলী কমর! আমি ক্ষমা প্রর্থনা করছি যে আপনাকে আমি বাঁচাতে পারিনি কিন্তু আমি এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় কণ্ঠে আওয়াজ উত্তলন করছি। আমি আমার সুরক্ষাকে বিপদের মধ্যে ফেলছি যাতে করে আগত দিনে আমি এমন ভাবে মারা না যাই যে আমার কথা কেউ শুনে নাই।

এছাড়া পাকিস্তান, আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড এবং দুনিয়ার আরো কিছু পত্রিকায় এই পৈশাচিক হত্যাকান্ড এবং মানবতা বিরোধী কাজকে লাঞ্ছনা, ভৎসনা করা হয়। এখন পর্যন্ত ত্রিশের অধিক পত্রিকাতে এ খবর ছাপা হয়েছে। যার মধ্যে National Post Canada, The star Canada, CBC News Canada,Global News, CNN, U>S>A Today, New York Times, Washington Post, Daily Mail, The Stragetic Intelligence, Washington Times, The Express Tribune, BBC Urdu আল-জাজিরা, ডন প্রভৃতি। এই সমস্ত পত্রিকাতে ডাক্তার মেহেদী আলী কমর সাহেবের পৈশাচিক হত্যাকান্ডকে ভৎসনা করার সাথে সাথে আহমদীয়া জামাতের পরিচয় এবং পূর্ববর্তী অত্যাচার ও নিপীড়নের কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়। এ পত্রিকাগুলোতে আহমদীয়া জামাতের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর নাম এবং নবী ও মসীহ হওয়ার দাবী তুলে ধরা হয়। এরই সাথে এটিও উল্লেখ করা হয় আহমদীয়া জামাত একটি শান্তি প্রিয় জামাত যারা কিনা জেহাদের নামে অত্যাচার করা হত্যা করাকে ঘৃণার কাজ মনে করে। এছাড়াও কিছু পত্রিকা জামাতের বিভিন্ন কর্মকান্ডের কথা উল্লেখ করেছে। সর্বোপরি তিনি জীবন দিয়েও তবলীগের নতুন নতুন রাস্তা খুলে গেছেন এবং সমগ্র জগৎতের সামনে (জামাতকে) পরিচয় করিয়ে গেছেন।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল যা দুনিয়ার একটি বিখ্যাত পত্রিকা, এটি আমেরিকার কয়েকটি স্থান থেকে ছাপা হয়ে থাকে, সেটির প্রতিবেদক এই শাহাদাতের ঘটনা, জামাতের পরিচয় এবং জমাতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অত্যাচারের বর্ণনা করার পর পাকিস্তানের হিউমেন রাইটস কমিশনের মতামত পেশ করেন, 'যদিও পাকিস্তানে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অত্যাচারের শিকার হচ্ছে তবে আহমদীয়া জামাত সবচেয়ে বেশী অত্যাচারের শিকার হচ্ছে'। পাকিস্তানের কিছু আঞ্চলিক পত্রিকাতে আহমদীদের বিরুদ্ধে উত্তেজক সংবাদ প্রকাশ করে থাকে। যদি খৃস্টানদের বিরুদ্ধে এ রকম কোন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘঠিত হয় তবে দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সমবেদনা জানান এবং আক্রান্তদের সাথে সাক্ষাত করেন। কিন্তু আহমদীদের পক্ষে দাঁড়াবার কেউ নেই"।

আহমদীদের পক্ষে আল্লাহ তা'লা দন্ডায়মান হন আর আগামীতেও হতে থাকবেন। রিপোর্টার শহীদের এক সহকর্মী ডাক্তার শান্তানু সিনহার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেন। ডাক্তার সিনহা শহীদ সম্পর্কে বলেন, আমি আমার জীবনে তার মত বিশ্বস্ত এবং সৎ চরিত্রবান মানুষ কখনো দেখিনি। তাঁর শরীরে এক বিন্দু পরিমান খারাপি ছিলনা। তিনি অনেক বেশী খেদমতে খালক করতেন। যদিও তিনি জানতেন তার সাথে এমন ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু তবুও তিনি সেবার খাতিরে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। আমি কেবল এটিই চাইব যে মানুষেরা জানুক একজন অসীম সৎচরিত্রের অধিকারী মানুষ যে কিনা মানবতার খাতিরে সেবা করতে গিয়েছিলেন আর তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

যাইহোক এই শহীদ নিজ জীবনে প্রতিটি পর্যায়ে সফলতা লাভ করেছেন। তিনি খোদার সৃষ্টির সেবায় রত ছিলেন আর এমন মৃত্যু লাভ করেছেন যা তাকে আল্লাহ তা'লার নিকট চিরস্থায়ী জীবন দান করবে। আল্লাহ তা'লা আমাদের এই প্রিয় ভাইকে জান্নাতে সুউচ্চ মর্যদা দান করুন। প্রতিনিয়ত তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকুক আর তার প্রিয়দের পদতলে তাকে স্থান দিন। তার স্ত্রী ও সন্তানদের তার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ে রাখুন এবং ডাক্তার সাহেব শহীদের সকল পুণ্যময় আকাঙ্খা ও দোয়া যা তিনি তার সন্তানদের জন্য করেছেন সেগুলো কবুল করুন। যেভাবে আমি বলেছি আমাদের উন্নতি ও শক্রদের পরাজিত করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র দোয়া আমদের কাছে আছে। কিন্তু আল্লাহ তা'লা কিছু বাহ্যিক উপকরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। সেগুলোও যতটা সম্ভব পাশাপাশি হওয়া উচিত। তাই রাবওয়ার এ ঘটনার পর রাবওয়ার কতৃপক্ষকে পূর্বের তুলনায় অধিক চৌকষ ও সতর্ক হওয়া আবশ্যক। নিজেদের প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন মাধ্যমকে চুড়ান্ত সীমা পর্যন্ত নিয়ে যান। তারপর বিষয়দী আল্লাহ তা'লার ওপর ছেড়ে দিন। রাবওয়ার অধিবাসীদের সতর্ক থাকা উচিত। এই প্রিয় শহীদ রাবওয়ার ভূমিতে আপন রক্ত সিঞ্চন করে আমাদের দোয়া ও প্রচেষ্টার প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ের প্রতি অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। দুনিয়ার আহমদীগণ পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য অনেক দোয়া করুন। কেননা এখন তারা সীমাতিত অসহনীয় অবস্থায় রয়েছেন আর অবস্থা আরো কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'লা আমাদের এর সামর্থ্য প্রদান করুন। এখনতো সমস্ত দেশই অত্যাচারের উপাখ্যানে পরিনত হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে একজন মহিলাকে হাইকোর্টের ভিতরে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হয়েছে। সেখানে

নিত্যনৈমত্তিক ভাবে হত্যা ও লুন্ঠন হচ্ছে আর আমরা এটি বলতে পারি না যে এটি একজন আহমদীকে শহীদ করা হয়েছে সরকারী কর্মকর্তা নিশ্চিতভাবে উপস্থিত ছিলেন, পুলিশও উপস্থিত ছিল। তাদের উপস্থিতিতে এটি হয়েছে। পাকিস্তানে যার ওপরই এই অত্যাচার করা হচ্ছে আল্লাহ এবং রসূলের নামে করা হচ্ছে, সেই রসূল যিনি মোহসেনে ইনসানিয়্যাত (মানবের প্রতি অনুগ্রহশীল)ছিলেন। সেই রসূলের নামে হচ্ছে যিনি রাহমাতুল্লিল আলআমীন ছিলেন। আমাদের হৃদয় শুধু এজন্যই ক্ষত বিক্ষত হয়। অত্যাচার যদি করতে হয় তাহলে কমপক্ষে আল্লাহ এবং তার রসূলের নামে করো না। এই মুহসেনে ইনসানিয়্যাত ও রাহমাতুল্লিল আলামীনের নামে করো না। ইসলামকে কলঙ্কিত করো না কিন্তু এটি তারা বুঝতে পারে না আর তারা অনুধাবনও করতে পারছে না এটি কোন দিকে যাচ্ছে। যখন আল্লাহ তা'লার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে এবং ইরশাআল্লাহ অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে তখন তাদের নাম নিশান মিটে যাবে। না অত্যাচারী থাকবে আর না অত্যাচারকে প্রশয় দানকারী। অতএব আমাদের দোয়া করা আবশ্যক। অনেক দোয় করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'লা জনসাধারণকে উলামাদের প্রভাব থেকে বের করে আনুন এবং তারা সত্যতাকে উপলব্ধি করুন্ এবং যুগ ইমামকে শনাক্তকারী হোন।

জুম্মার নামাযের পর ইনশাল্লাহ শহীদ মরহুমের আমি গায়েবান জানাযার নামায পড়াব।

(সমাপ্ত)